105

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 13 SEP 1996
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ১

এ উদ্যোগ যেন ব্যর্থ না হয়

ক্যাম্পাসে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আরও একটি উত্তম সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রনেতৃবৃন্দ। সিদ্ধান্তটি হচ্ছে ঃ ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসী ও বহিরাগতদের তালিকা প্রস্তুত, তাদের অবাঞ্ছিত ঘোষণা এবং চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা। গত মঙ্গলবার ভারপ্রাপ্ত উপাচার্যের সভাপতিত্বে ছাত্রলীগ, ছাত্রদল ও ছাত্র ঐক্যের নেতাদের মধ্যে অনুষ্ঠিত বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। বৈঠকে নেয়া সিদ্ধান্ত অনুসারে ছাত্রলীগ, ছাত্রদলের এবং ছাত্রদল ছাত্রলীগের বিভিন্ন হলের সন্ত্রাসী ও বহিরাগতদের তালিকা তৈরি করবে এবং তা পরস্পরের মধ্যে বিনিময় করবে। পরে এই তালিকা নিয়ে উপাচার্যের উপস্থিতিতে উভয় সংগঠনের নেতাদের এক বৈঠক হবে এবং তাতে তাঁরা চিহ্নিত সন্ত্রাসী ও বহিরাগতদের অবাঞ্ছিত ঘোষণা করবেন। ক্যাম্পাসে শান্তি পুনর্প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ছাত্রনেতাদের এই সিদ্ধান্তটি নিঃসন্দেহে একটি সময়োপযোগী উত্তম সিদ্ধান্ত। কারণ, এ থেকে বোঝা যায় যে, শিক্ষাঙ্গনকে সন্ত্রাস ও বহিরাগত মুক্ত করে সেখানে শান্তি, শৃঙ্খলা ও শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে ছাত্রনেতারা তাঁদের সংকল্পে অটল রয়েছেন এবং ক্যাম্পাসকে অস্ত্র ও সন্ত্রাসমুক্ত করার জন্য তাঁদের মধ্যে ইতোপূর্বে স্বাক্ষরিত দশ দফা শান্তি চুক্তি বাস্তবায়নে তাঁরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবদমান ছাত্রসংগঠন দু'টির মধ্যে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর থেকে ক্যাম্পাসে উত্তেজনা কিছুটা হ্রাস পেয়েছে এবং সেখানে এখনও কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। বলা যায়, ক্যাম্পাস এখন অনেকটা শান্ত। তবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক পরিস্থিতি এখনও স্বাভাবিক হয়ে ওঠেনি। অভিযোগ উঠেছে বিশ্ববিদ্যালয়কে অছাত্র ও বহিরাগতমুক্ত করার প্রচেষ্টা ইতোমধ্যেই অনেকটা ভেঙ্গে পড়েছে। সাময়িকভাবে বহিরাগত ও সন্ত্রাসীরা হল থেকে বিতাড়িত হলেও মাত্র ২৪ ঘণ্টার ব্যবধানে তারা আবার হলে প্রবেশ করেছে। একই সঙ্গে অভিযোগ পাওয়া গেছে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের পরিবর্তে বিভিন্ন হলে সন্ত্রাসীরাই ছাত্রদের পরিচয়পত্র দেখছে এবং কয়েকটি হলে এখনও সন্ত্রাসী ও বহিরাগতরা বহাল তবিয়তেই অবস্থান করছে। যে সময়ে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসকে সন্ত্রাস, অস্ত্র ও বহিরাগত মুক্ত করার প্রচেষ্টা চলছে, সে সময়ে এধরনের অভিযোগ উঠুক, তা কারও কাম্য নয়। অবিলম্বে এ সকল অভিযোগের সত্যাসত্য যাচাই করা দরকার এবং অভিযোগ সত্য প্রমাণিত হলে প্রকৃত দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া দরকার। কেননা, তা না হলে ক্যাম্পাসে শান্তি প্রতিষ্ঠার সকল উদ্যোগ ব্যর্থ হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিতে পারে। ইতোপূর্বে কয়েকবার বিশ্ববিদ্যালয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে এবারের মতো শান্তি চুক্তি হওয়ার পরও সেই চুক্তি রক্ষা করা হয়নি। বরং ছাত্র সংঘর্ষ আরও ব্যাপক রূপ ধারণ করেছিল। সুতরাং ক্যাম্পাসে শান্তি ও শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে এবার স্বাক্ষরিত শান্তি চুক্তি যাতে যথাযথভাবে পালিত হয়, সে দিকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং ছাত্রনেতাদের অবশ্যই সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। অন্যথায় বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে শান্তি, শৃঙ্খলা ও শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরে আসার যে উজ্জ্বল সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, তা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিবদমান দু'টি ছাত্র সংগঠনের মধ্যে সম্পাদিত শান্তি চুক্তির ইতিবাচক প্রভাব ইতোমধ্যেই দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়তে শুরু করেছে। সিরাজগঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজসহ জেলার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সন্ত্রাসমুক্ত করার জন্য স্থানীয় আওয়ামী লীগ ও বিএনপি নেতাদের মধ্যে ৯ দফা শান্তি চুক্তি হওয়ার পর সহজেই আশা করা যায় যে, দেশের অন্যান্য উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও এর প্রভাব পড়বে এবং দেশের সর্বত্র বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও ছাত্র সংগঠনের নেতারা নিজ নিজ এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সন্ত্রাসমুক্ত করার দৃঢ়সংকল্পে এগিয়ে আসবেন। দেশবাসী চায় সন্ত্রাসমুক্ত শিক্ষাঙ্গন। চায় দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ফিরে আসুক শিক্ষার সুন্দর পরিবেশ। আজ যারা ছাত্র তাদের শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান চর্চা এবং কর্মকাণ্ডের ওপরই নির্ভর করছে দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যতের সুখ-শান্তি, সমৃদ্ধি ও উন্নতি। একথা যেমন দেশের মানুষ জানে ও বিশ্বাস করে, তেমনি জানে আমাদের ঐতিহ্যবাহী ছাত্র সমাজও। সুতরাং প্রকৃত জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে নিজেদের দেশের ভবিষ্যত নেতা হিসাবে গড়ে তোলাই যে তাদের জীবনের প্রধান লক্ষ্য—সে কথা আজ আর নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। আমরা আশা করব, আমাদের ঐতিহ্যবাহী ছাত্রসমাজ আর কখনও সেই লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হবে না। একই সঙ্গে নিজ নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ অক্ষুণ্ন রাখার জন্যও তারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। সন্ত্রাসমুক্ত শিক্ষাঙ্গন প্রতিষ্ঠার যে উদ্যোগ আজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও সিরাজগঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে ছাত্র ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ নিয়েছেন, আমরা আশা করব এ উদ্যোগ ছড়িয়ে পড়বে দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। আর তা হলে অচিরেই দেশের শিক্ষাঙ্গনে ফিরে আসবে শান্তি-শৃঙ্খলা ও শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ। কোন অশুভ বিশেষ মহল বা গোষ্ঠীর প্ররোচনায় এ উদ্যোগ যেন ব্যর্থ না হয়, সেদিকে সরকার, প্রশাসন ও আমাদের ছাত্র সমাজের সতর্ক দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।